সূচীপত্র

১. আল-কুরআন মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত এবং মুত্তাকীদের পরিচয় ১৩
(সূরা আল-বাকারা, ১-৫ আয়াত)

২. দলবদ্ধ জীবন যাপন, সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধাদান ২৪
(সূরা আল ইমরান, ১০২-১০৪ আয়াত)

৩. ঈমানের পরীক্ষা আল্লাহ তায়ালার একটি মূলনীতি ৩৬
(সূরা আল-আনকাবূত, ১-৪ আয়াত)

৪. উন্নত মানের মুমিনের পরিচয় ও তাদের জান্নাতুল ফিরদাওসের ওয়াদা ৪৪
(সূরা আল-মুমিনূন, ১-১১ আয়াত)

৫. বাহুল্য ধারণা-অনুমান, অন্যের দোষ অন্বেষণ ও গীবত করা মহাপাপ ৬০
(সূরা আল-হুজুরাত, ১২নং আয়াত)

৬. আল্লাহর স্মরণে গাফিল ব্যক্তির দুনিয়ার জীবন হবে সংকীর্ণ, পরকালে আল্লাহ তাকে ভুলে যাবেন এবং সে উঠবে অন্ধ হয়ে ৬৮
(সূরা ত্বা-হা, ১২৪-১২৬ আয়াত)

৭. কেউ কারো বোঝা বহন করবে না, প্রত্যেকে নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী ৭৮
(সূরা আল-আন'আম, ১৬১-১৬৫ আয়াত)

৮. শাহাদাতের মর্যাদা ও ঈমানের পরীক্ষা ৮৯
(সূরা আল-বাকারা, ১৫৩-১৫৭ আয়াত)

৯. আল্লাহর দীনের সাহায্যকারীদের রয়েছে উচ্চতর মর্যাদা ৯৯
(সূরা মুহাম্মাদ, ৭-১১ আয়াত)

১০. সার্বভৌমত্বের গুণাবলী (সূরা আল-বাকারা, ২৫৫নং আয়াত) ১০৬

১১. ঈমানের মানদণ্ড (সূরা আত-তাওবা, ২৩-২৪ আয়াত) ১১৬

১২. আখেরাতের চিত্রের কিয়দংশ (সূরা আয-যিলযাল) ১২৬

১৩. আরবের বাইরে ইসলামের সম্প্রসারণ ১৩৬
(সূরা আত-তাওবা, ৩৮-৪০ আয়াত)

১৪. ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ ও শয়তানের রাস্তা ত্যাগ ১৪৫
(সূরা আল-বাকারা, ২০৮-২১০ আয়াত)

১৫. রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ১৫৪
(সূরা আলাম নাশরাহ)

ভূমিকা

মহান রব্বুল আলামীন তাঁর কালাম আল-কুরআন মহা বরকতময় কদরের রাতে প্রথম নাযিল করেন। তারপর মহানবী মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়াতী জীবনের দীর্ঘ ২৩টি বছর ধরে পর্যায়ক্রমে সম্পূর্ণ কুরআন অবতীর্ণ হয়। হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে প্রিয়নবীর নিকট আল্লাহ তায়ালা আল-কুরআন ধারাবাহিকভাবে নাযিল করেন।

আল-কুরআনে মানবজাতির জীবন চালনার পূর্ণাঙ্গ বিধান পেশ করা হয়েছে। জীবন সমস্যার এমন কোন দিক বা বিভাগ নেই যার সমাধান আল্লাহ পেশ করেনি। তাই এটি পূর্ণাঙ্গ। এরপর আর কোন কিতাব অথবা রাসূল মানবজাতির জন্য প্রয়োজন নেই। আল্লাহ আর কোন বিধান আমাদের নিকট প্রেরণ করবেন না।

এই কুরআন জানা, কুরআন মানা ও কুরআনের বিধান বাস্তবায়ন একজন মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য। তাই আল-কুরআন অধ্যয়ন, আল-কুরআনের দারস দান, আল-কুরআনের দারস শোনা আমাদের অতীব প্রয়োজন।

আলহামদু লিল্লাহ, মুসলমানদের বিরাট একটা অংশ এ কাজটি অব্যাহতভাবে করছেন। কিন্তু মুসলমানদের বিপুল অংশই কুরআন জানে না, মানা ও বাস্তবায়ন তো তাদের দ্বারা সম্ভবই নয়। তাই আল-কুরআনের জ্ঞানচর্চা ও মানুষকে কুরআন শিক্ষা দেয়া মুমিনদের জন্য সর্বপ্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাই তো রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।" (বুখারী, তিরমিযী)

তিনি আরো বলেন, "যার অন্তরে আল-কুরআনের কোন জ্ঞান নেই তা বিরাণ ঘরতুল্য।" (তিরমিযী)

তিনি আরও বলেন, "যে ব্যক্তি কুরআন অধ্যয়ন করে এবং তদনুযায়ী আমল করে, কিয়ামতের দিন তার পিতা-মাতাকে এমন টুপি পরানো হবে যার আলো সূর্যের আলোর চেয়েও অতি উজ্জ্বল হবে।" (আবু দাউদ, মিশকাত)

দারস : ১

আল-কুরআন মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত এবং মুত্তাকীদের পরিচয়

২. সূরা আল-বাকারা

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত-২৮৬, রুকূ-৪০

আলোচ্য আয়াত নং- ১-৫ পর্যন্ত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١) الٓمّٓ - (٢) ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ. (٣) الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ. (٤) وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ج وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ. (٥) اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ق وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

অনুবাদ : (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে)। (১) আলিফ লাম মীম। (২) এটি ঐ কিতাব, যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। তা মুত্তাকীদের জন্য মুক্তিপথের দিশারী, (৩) যারা অদৃশ্যে ঈমান আনে, নামায কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। (৪) আর যে কিতাব তোমার উপর নাযিল করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যেসব কিতাব নাযিল করা হয়েছিল সেগুলোর উপরও ঈমান আনে এবং পরকালের প্রতি যাদের দৃঢ় ঈমান আছে। (৫) তারা নিজেদের প্রভুর সৎপথের অনুসারী এবং তারাই কল্যাণ লাভের অধিকারী।

শব্দার্থ : الٓمّٓ - আলিফ-লাম-মীম। ذٰلِكَ - সেই, رَيْبَ - সন্দেহ, هُدًى - সৎপথ প্রদর্শক, مُتَّقِيْنَ - পরহেযগার, يُؤْمِنُوْنَ - বিশ্বাস করে, بِالْغَيْبِ - অদৃশ্যে, يُقِيْمُوْنَ - প্রতিষ্ঠিত করে, مِمَّا - তা হতে যা, رَزَقْنٰهُمْ - তাদেরকে আমরা রিযিক দিয়েছি, يُنْفِقُوْنَ - তারা খরচ করে, بِمَا - ঐ বিষয়ে যা, اُنْزِلَ - নাযিল করা হয়েছে, اِلَيْكَ - তোমার উপর, قَبْلِكَ - তোমার পূর্বে, يُوْقِنُوْنَ - দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, اُولٰٓئِكَ - তারাই (প্রতিষ্ঠিত), هُدًى - সত্য পথের, رَبِّهِمْ - তাদের প্রভুর, هُمْ - যারা, مُفْلِحُوْنَ - কল্যাণ লাভকারী।

নামকরণ : এই সূরার ৬৭ নং আয়াত وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖٓ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ط - "যখন মূসা তাঁর জাতিকে বললো, আল্লাহ তোমাদের একটি গাভী যবেহ করার হুকুম দিচ্ছেন।"

আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা (আ)-এর মাধ্যমে বনী ইসরাঈল জাতিকে একটি গাভী যবেহ করার নির্দেশ দিয়ে তাদের ঈমানের পরীক্ষা নিচ্ছিলেন।

উল্লেখিত আয়াতের বাকারা শব্দটিকেই এই সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। বাকারা মানে গাভী। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী কুরআনের অধিকাংশ সূরার শিরোনামের পরিবর্তে আলামত স্বরূপ নাম রেখেছেন। এখানেও আলবাকারা সম্বন্ধে কোন আলোচনা নেই।

নাযিল হওয়ার সময়কাল : এ সূরার বেশীর ভাগ অংশ মাদানী যিন্দেগীর প্রথম যুগে নাযিল হয়। আর এর কম অংশ পরে নাযিল হয়। সুদ নিষিদ্ধকরণ আয়াতগুলো তাঁর যিন্দেগীর একেবারে শেষ পর্যায়ে নাযিল হয়। যে আয়াতগুলো দ্বারা সমাপ্তি হয়েছে, সেগুলো হিজরতের পূর্বে মক্কী যুগে নাযিল হয়। বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যের ক্রমধারার সাথে মিল রেখেই এভাবে সাজানো হয়েছে।